দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এবং আদবের শিক্ষা

06-August-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

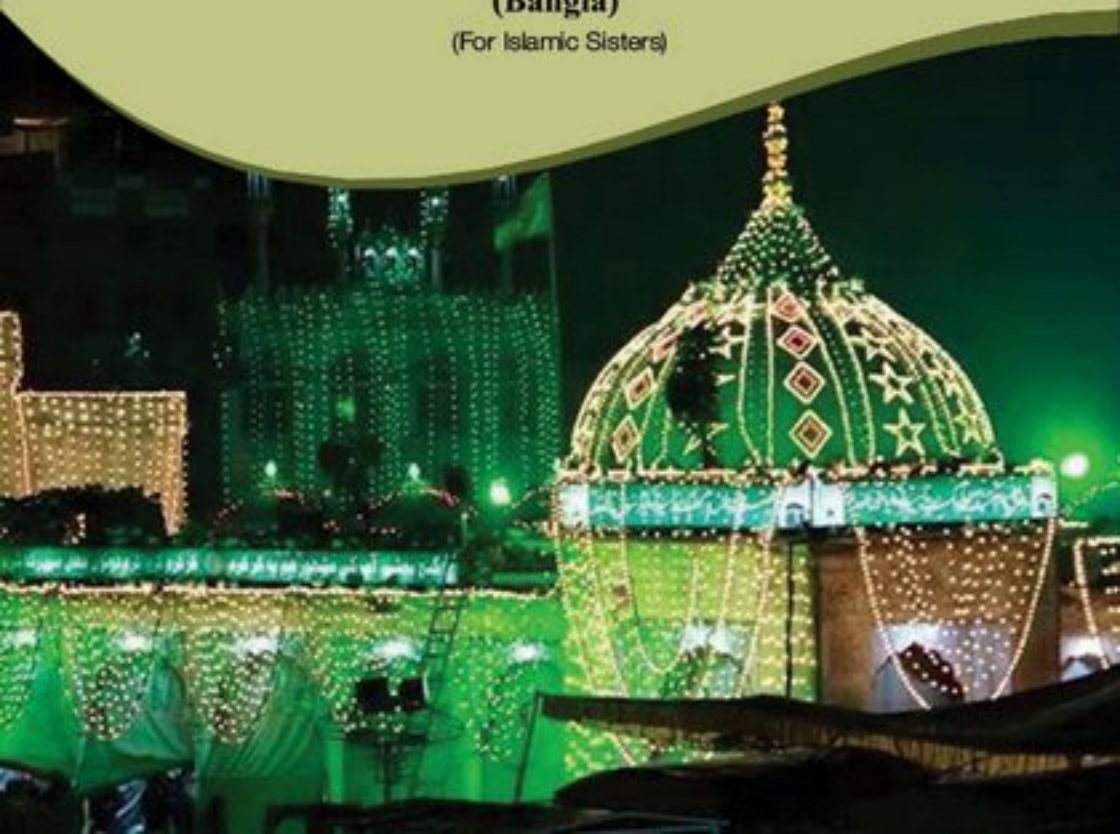

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 3
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 3
অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণের পুরস্কার..... 4
অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণও একটি আদব..... 5
দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 7
কাশফুল মাহজুব এর পরিচিতি 8
কাশফুল মাহজুবের একটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ 8
আদবের গুরুত্ব 9
আদব হলো প্রথম শর্ত..... 10
আদব হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম..... 11
(১): বন্দেগীর আদব 12
কিছু বন্দেগীর আদব..... 13
আল্লাহ দেখছেন 14
(২) নিজের সাথেও আদব বজায় রাখুন!..... 15
নিজের প্রতি বেয়াদবির উদাহরণ 16
(৩): জীবনের বিভিন্ন আদব..... 17
উত্তম সঙ্গ খুবই জরুরি 17
নিজের জন্য দোয়া কেন চান না...? 18
মেহমানদারির আদব..... 18
খাওয়া-দাওয়ার আদব..... 20
ডান হাতে লেনদেনের সুন্নাত ও আদব..... 21

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় আমার উপর ১০ বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুন নাওয়াফিল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬১, হাদিস: ২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ

সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো ✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণের পুরস্কার

শায়খুল মাশায়িখ, হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর 'কাশফুল মাহজুব' শরীফে নিজের জীবনের একটি অনন্য এবং শিক্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন: একবার আমার একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এর আগেও আমার উপর একই রকম সমস্যা এসেছিল, সেই সময় আমি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার শরীফে উপস্থিত হয়েছিলাম, যার বরকতে আমার সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছিল। এবার যখন সমস্যা দেখা দিল, তখন আমি আবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাজারে হাজির হলাম, ৩ মাস পর্যন্ত মাজার শরীফে উপস্থিত থাকলাম, প্রতিদিন ৩ বার গোসল এবং ৩০ বার ওযু করতাম (অর্থাৎ পবিত্রতা ও আদবের সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতাম) কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান হলো না (কুদরতের এটাই হয়তো মঞ্জুর ছিল যে, এবার ওলীর মাজারে হাজির হয়ে নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে)।

তিনি বলেন: যখন দুশ্চিন্তা দূর হলো না, তখন আমি খুরাসান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুরাসান যাওয়ার পথে একটি গ্রামে পৌঁছালাম, সেখানে একটি খানকা দেখতে পেলাম।

আগের যুগে আউলিয়ায়ে কেরাম মাদরাসা বা ইবাদতগাহ তৈরি করতেন, যেখানে থেকে তাঁরা তাঁদের মুরিদদের প্রশিক্ষণ দিতেন। সম্ভবত একারণেই দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাত কাটানোর জন্য সেই খানকাতে গমন করেছিলেন, কিন্তু এখানকার অবস্থা ছিল ভিন্ন। এই খানকায় যারা থাকত তারা ইবাদতকারী ও আলেম ছিল না, বরং অজ্ঞ ও দুঃশ্চরিত্রবান ছিল। হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সাধারণ মুসাফিরদের মতো আমার কাছে কোনো মালামাল ছিল না, শরীরে খসখসে পোশাক ছিল, হাতে লাঠি এবং ওযুর জন্য পাত্র ছিল। আমার এই অবস্থা দেখে তারা আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করল। রাত হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে রাত কাটানো জরুরি ছিল, তাই জায়গা না থাকা সত্ত্বেও আমি সেই খানকায় রয়ে গেলাম। তারা আমাকে নিচতলায় থাকতে দিল এবং নিজেরা উপরের তলায় চলে গেল। খাওয়ার সময় হলে তারা মেহমানদারির আদবের প্রতি কোনো খেয়াল রাখল না, আমাকে ছত্রাক পড়া শুকনো রুটি দিল এবং নিজেরা সুস্বাদু খাবার খেতে লাগল, পাশাপাশি আমাকে নিয়ে ঠাট্টাও করতে লাগল। খাওয়ার পর তারা তরমুজ খেল এবং ডিমের খোসা আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। মোটকথা, যতদূর সম্ভব তারা আমাকে কষ্ট দিল, আমাকে অপমান করল, আমি ধৈর্যের সাথে এই সবই সহ্য করতে থাকলাম। ব্যস শুধু তাদের এই আচরণের উপর ধৈর্য ধরার বরকতে আল্লাহ পাক আমার সমস্যা সমাধান করে দিলেন। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ১০০)**

অজ্ঞদের অজ্ঞতার উপর ধৈর্যধারণও একটি আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অজ্ঞদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথার উপর ধৈর্যধারণ করাও জীবনের আদবের মধ্যে একটি আদব। আমাদের প্রায়ই এমন

লোকের সাথে দেখা হয়, যারা জ্ঞান, সদাচারণ এবং জীবনের আদব থেকে অনেক দূরে থাকে। বিশেষ করে নেকীর দাওয়াত দেওয়া মুবাল্লিগাদের এমনদের সাথে অনেক বেশি দেখা হয়। হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উচিত এমন লোকদের কথা, তাদের কার্যকলাপ এবং খারাপ আচরণের উপর ধৈর্যধারণ করা, তাদের খারাপের উত্তর ভালোর মাধ্যমে দেওয়া।এই ধৈর্যও একটি নেকী এবং অনেক সময় এই ধৈর্যের বরকতে বড় বড় সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুক ফিরিয়ে নিন।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে আছে: এই আয়াতে নবী করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ৩টি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: (১): যে অপরাধী ক্ষমা চেয়ে আপনার কাছে আসে, তার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দিন (২): ভালো ও উপকারী কাজ করার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিন (৩): অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা আপনাকে মন্দ কথা বললে তাদের সাথে ঝগড়া করবেন না, বরং জ্ঞানের প্রকাশ ঘটান। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ৯, সূরা আ'রাফ, ১৯৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫০৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

✯ দাতা হুযুর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রায় ৪০০ হিজরীতে দুনিয়ায় আগমন করেন। ✯ তাঁর নাম আলী এবং সম্মানিত পিতার নাম: উসমান। ✯ দাতা হুযুর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আফগানিস্তানের গজনি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। গজনির একটি মহল্লা হলো: হাজবের।দাতা হুযুর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই মহল্লায় থাকতেন, সেই সূত্রেই হাজবেরী বলা হয়। ✯ তিনি نَجِيبُ الطَّرَفَيۡنِ অর্থাৎ হাসানি ও হুসাইনী সৈয়দ। ✯ শুরু থেকেই তিনি অনেক বেশি নেককার, পরহেযগার, ইবাদতকারী এবং দ্বীনি ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন। ✯ দাতা হুযুর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দ্বীনি ইলম শেখার জন্য ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, আজারবাইজান, খুরাসান এবং তুর্কিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন, সেই সময়ের বড় বড় আলেম ও সুফিদের থেকে দ্বীনি ইলম শিখেছেন। ✯ প্রায় ৩৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর পীর সাহেব শেখ আবুল হাসান খুত্তালি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নির্দেশে লাহোর গমন করেন। ✯ এখানে তিনি নেকীর দাওয়াত প্রসার করেন, দ্বীন ইসলামের বার্তা ছড়িয়েছেন, মানুষকে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের আচরণ ও চরিত্র দিয়ে, কখনো বয়ান করে, কখনো কারামত দেখিয়ে অসংখ্য অমুসলিমকে মুসলমান করেছেন। যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল, তাদের সুন্নাতের অনুসারী বানিয়েছেন। অনেক আলেম তৈরি করেছেন, অনেক মানুষকে নিজের সাহচর্যে রেখে বেলায়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়েছেন। ✯ প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি উপমহাদেশে একটি পরিবর্তন সাধিত ঘটিয়েছেন। ✯ একটি নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, তিনি ৪৬৫ হিজরীতে এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। ✯ তাঁর মাজার মুবারক লাহোরে অবস্থিত। ✯ তাঁরই সাথে

সম্পর্ক রেখে লাহোরকে মারকাজুল আউলিয়া এবং দাতা নগরও বলা হয়। (বিস্তারিত জানতে দেখুন: মাকতাবাতুল মদিনার পুস্তিকা "ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ")

কাশফুল মাহজুব এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অত্যন্ত দক্ষ আলেম ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব লিখেছেন, কিন্তু আফসোস! এখন তাঁর কিতাবগুলো পাওয়া যায় না। তাঁর একটি অসাধারণ কিতাব 'কাশফুল মাহজুব' এখনও পাওয়া যায়।'কাশফুল মাহজুব' মূলত ফার্সি ভাষায় লেখা, এর উর্দু অনুবাদও বাজারে পাওয়া যায়।✯ 'কাশফুল মাহজুব' এমন একটি অসাধারণ কিতাব, যা বড় বড় সুফিয়ায়ে কেরাম নিয়মিত পড়তেন এবং তাঁদের শাগরেদদেরও পড়াতেন। ✯ 'কাশফ' এর অর্থ হলো: খোলা এবং 'মাহজুব' এর অর্থ হলো: পর্দার আড়ালে থাকা জিনিস। গুনাহের কারণে অন্তরে যে ময়লা জমে, সুফিয়ায়ে কেরাম তাকে 'হিজাব' বলেন। এভাবে 'কাশফুল মাহজুব' এর অর্থ দাঁড়াবে: অন্তরের পর্দা খোলার কিতাব।✯ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: "যার কোনো পীরে কামিল নেই, সে যেন 'কাশফুল মাহজুব' পড়ে নেয়, পীরে কামিল পেয়ে যাবে।" **(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃষ্ঠা: ৫৮)**

কাশফুল মাহজুবের একটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! 'কাশফুল মাহজুব' শরীফের একটি অধ্যায় হলো: কাশফে হিজাব: আদবের বয়ান। এই অধ্যায়ে হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মূলতঃ ৩টি বিষয় উল্লেখ করেছেন:

(১) আদব কাকে বলে? (২) আদবের প্রকারভেদ (৩) এবং বিভিন্ন ধরনের জীবন-আদব।

আসুন! 'কাশফুল মাহজুব' শরীফের এই অধ্যায় থেকে দাতা হুযুর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শিক্ষা ও কিছু উপদেশ শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের ভালবাসা এবং তাঁদের শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আদবের গুরুত্ব

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: সমস্ত দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজের সৌন্দর্য আদবে নিহিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা আলাদা আদব রয়েছে। ভদ্রতা, সুন্নাত এবং সম্মানের সুরক্ষা আদবের মাধ্যমেই হয়। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯২)** আল্লাহ পাক কুরআন করিমে ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِیۡكُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَةُ

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

সাহাবীয়ে রাসূল, সুলতানুল মুফাসসিরীন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এই আয়াতে করীমার তাফসীরে বলেন: اَیۡ فَقِّهُوۡهُمۡ وَاَدِّبُوۡهُمۡ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর আবশ্যক যে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! আর এটা কিভাবে হবে? তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে এবং নিজেদের

পরিবারকে সেই আগুন থেকে বাঁচাতে পারো? এর উপায় হলো, তোমরা নিজেরাও দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করো এবং তোমাদের পরিবারকেও দ্বীন শেখাও! নিজেরাও আদব শেখো এবং তোমাদের পরিবারকেও আদব শেখাও...!! **(তাফসীর কুশাইরী, পারা: ২৮, সূরা তাহরীম, ৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/ ৩৩৪)**

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তাইয়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী, রাসূলে হাশমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সন্তানের উপর তার বাবার হক হলো যে, সে তার একটি সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে উত্তম আদব শেখাবে। **(শু'আবুল ঈমান, বাবু ফী হুকুকিল আওলাদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা: ৪০২, হাদীস: ৮৬৬৭)**

আদব হলো প্রথম শর্ত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আদব হলো বন্দেগীর মূল। হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام যখন তূর পর্বতে উপস্থিত হলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁর সাথে প্রথম যে কথাটি ইরশাদ করেন:

اِنِّیۡۤ اَنَا رَبُّکَ فَاخۡلَعۡ نَعۡلَیۡکَ ۚ اِنَّکَ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًی ﴿۱۲﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি তোমার রব। সুতরাং তুমি আপন জুতা খুলে ফেলো; নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া' এর মধ্যে এসেছো।

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام কে নালাঈন শরীফ (অর্থাৎ জুতো মোবারক) খোলার আদেশ দিয়েছিলেন, এর একটি কারণ ছিল যে, বাদশাহদের দরবারে জুতো খুলে উপস্থিত হওয়া আদব এবং আল্লাহ পাক তো আহকামুল হাকিমিন। হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং উপত্যকাটিও

পবিত্র। তাই আদেশ হলো যে, হে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام! আপনার দয়ালূ প্রতিপালকের এবং এই বরকতময় উপত্যকার আদবে জুতো শরীফ খুলে ফেলুন!

اَللّٰهُ اَكْبَرُ **প্রিয় ইসলামী বোনেরা!** এর থেকে আদবের গুরুত্ব অনুমান করুন! জানা গেল যে, আদব হলো বন্দেগীর প্রথম শর্ত, এর মাধ্যমেই মানুষ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। হযরত জালাল বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঈমানের দাবি হলো যে, বান্দা শরীয়তের উপর আমল করবে, সুতরাং যে শরীয়ত জানে না, সে (কামিল) ঈমানওয়ালা হতে পারে না এবং শরীয়ত আদব শেখায়। সুতরাং যে আদব জানে না, তার ঈমানও (কামিল) নয়, সে শরীয়তও জানে না। **(রিসালায়ে কুশায়রিয়া, 'আদব কা বয়ান', পৃষ্ঠা: ৪৯৪)** আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا اَدَبَ لَهٗ যে বা যার-আদব নেয়, তার কোনো দ্বীন নেই।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২৮, পৃষ্ঠা: ১৫৮)

আদব হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম

শেখ ইউসুফ বিন হুসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদবের বরকতে ইলমের বোধ আসে, ইলমের বরকতে আমল সঠিক হয়, আমল সঠিক হলে হিকমত লাভ হয়, হিকমত লাভ হলে যোহদ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) লাভ হয়, যোহদের বরকতে আখেরাতের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং যে ভাগ্যবান আখেরাতের আগ্রহ লাভ করে, তাকে আল্লাহ পাক তাঁর নৈকট্যের দৌলত দান করেন। **(আওয়ারিফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা: ৪৫৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! আদব কত মহান বিষয়! জানা গেল যে, যার কাছে আদব আছে, সে অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ ইলমের সঠিক বোধ সেই পায়, যার মাঝে আদব রয়েছে, আমল তারই সঠিক হয়, যার মাঝে আদব রয়েছে, হিকমতও সেই পায়, যার মাঝে আদব রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যও সেই লাভ করে, যার আদবের দৌলত নসিব হয়।আর যে দূর্ভাগার কাছে আদব নেই, সে বড় বঞ্চিত। সে হাজারো বই পড়েও সঠিক ইলমের বোধ থেকে বঞ্চিত থাকে, সারা জীবন ইবাদতে কাটিয়েও আমলের সঠিকতা থেকে বঞ্চিত থাকে, না সে হিকমত পায়, আর না তার জন্য আল্লাহর নৈকট্যের দরজা খোলে।

আল্লাহ পাক আমাদের আদবের দৌলত নসিব করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(১): বন্দেগীর আদব

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদবের ৩টি প্রকার রয়েছে: প্রথম প্রকার হলো: اَلْاَدَبُ مَعَ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদব। এটি সবচেয়ে প্রথম এবং জরুরি আদব, কারণ আমরা এই দুনিয়ায় যা-ই হই না কেন, সবার আগে আমরা আল্লাহা পাকের বান্দা ও বান্দী। সকল পদবী পরবর্তিতে আসে, যে ডাক্তার, সে পরে ডাক্তার, প্রথমে সে আল্লাহ পাকের বান্দা। যে আলেম, সে পরে আলেম, প্রথমে আল্লাহ পাকের বান্দা। যে ইঞ্জিনিয়ার, সে পরে ইঞ্জিনিয়ার, প্রথমে আল্লাহ পাকের বান্দা। মোটকথা আমরা যেই হই, যা-ই হই, সবার আগে আমরা আল্লাহ পাকের বান্দা ও বান্দী, তারপর অন্য কিছু। সুতরাং সবার আগে আমাদের বান্দেগীর আদবের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

www.dawateislami.net

কিছু বন্দেগীর আদব

বান্দেগীর আদব অনেক। ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'আদাবুল উবুদিয়্যাত' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখেছেন, যেখানে অনেক বন্দেগীর আদব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: বান্দেগীর (অর্থাৎ বান্দা হওয়ার) একটি আদব হলো, বান্দা সবসময় নিজের মনোযোগ আল্লাহ পাকের দিকে রাখবে। নেয়ামত পেলে (যেমন; ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, সুখ-শান্তি, যেকোনো নেয়ামত) সেই নেয়ামতের হয়ে যাবে না, নেয়ামতের কারণে উদাসীনতায় পড়বে না, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের হক আদায় করতে থাকবে। সবসময় আল্লাহ পাকেরই আকাঙ্ক্ষায় থাকবে, কারণ সব নেয়ামতের ভাণ্ডার সেই জগতের প্রতিপালকের কুদরতের হাতেই রয়েছে। বান্দা সবসময় আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকবে, ✯ তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবে। ✯ যা তিনি দেন, তাতেই খুশি থাকবে। ✯ দুঃখ পেলে অভিযোগ করবে না। ✯ সুখ পেলে অবাধ্য হবে না। ✯ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় থাকবে। ✯ দুনিয়ার কোনো জিনিসকে নিজের মালিকানা মনে করবে না। ✯ এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের, তিনিই প্রকৃত মালিক। আমার কাছে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ পাকেরই, তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাকে দান করেছেন। ✯ নিজের ইবাদত ও নেক আমলকে সবসময় নগন্য মনে করবে। ✯ আত্ম-অহংকারের শিকার কখনোই হবে না।

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বান্দা হওয়ার আদবের মধ্যে এটিও আছে যে, সে প্রকাশ্যে ও গোপনে (অর্থাৎ

মানুষের সামনে এবং একাকীত্বে, সর্বাবস্থায়) আল্লাহ পাকের অবমাননা (অর্থাৎ গুনাহ এবং নাফরমানি) থেকে বেঁচে থাকবে। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৩)**

আল্লাহ দেখছেন

বর্ণিত আছে যে, এক পীর সাহেব তার বয়স্ক মুরিদদের পরিবর্তে এক তরুণ মুরিদের প্রতি বেশি সম্মান প্রদর্শন করতেন। যা কিছু বয়স্ক মুরিদদের চোখে ভালো লাগতো না। অতএব এক মুরিদ তার কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করে আরয করল যে, আপনি এই তরুণকে আমাদের মতো বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মুরিদদের উপর এত প্রাধান্য কেন দেন? তখন পীর সাহেব বললেন: আমার এই মুরিদ আদব এবং বুদ্ধিতে তোমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত, যার কারণে আমি তাকে খুব ভালোবাসি এবং এর প্রমাণ আমি তোমাদের এখনই দিয়ে দেবো, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, তার মধ্যে কোন গুণ আছে। তারপর পীর সাহেব কিছু পাখি আনালেন এবং তার সকল মুরিদকে একটি করে পাখি এবং একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন: এই পাখিকে এমন জায়গায় জবাই করে নিয়ে এসো যেখানে কেউ দেখার মতো নেই। সেই তরুণকেও একইভাবে পাখি দেওয়া হলো এবং তাকেও একই কথা বলা হলো। কিছুক্ষণ পর তাদের প্রত্যেকে জবাই করা পাখি নিয়ে ফিরে আসল কিন্তু সেই তরুণ জীবিত পাখি হাতে নিয়ে ফিরে আসল। পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন যে, অন্যদের মতো তুমি একে জবাই করলে না কেন? সে আরয করল: হুযুর! আমি এমন কোনো জায়গা পাইনি যেখানে কেউ দেখছে না, কারণ আমি যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখেছি যে আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন। তাই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি। এই কথা শুনে সকল পীর ভাইদের চোখের উপর

www.dawateislami.net

থেকে পর্দা সরে গেল এবং তারা কেবল পীর সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইল না, বরং আরয করল: সত্যিই এই তরুণ এই সম্মানের অধিকারী।

(ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৫/১২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) নিজের সাথেও আদব বজায় রাখুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আদবের দ্বিতীয় প্রকার হলো: اَدَبُ النَّفْس অর্থাৎ নিজের সাথে আদব করা।

এটা কেমন অদ্ভুত কথা! আজ পর্যন্ত আমরা এটাই শুনে এসেছি যে, আমাদের অন্যদের সাথে আদব করতে হবে, কিন্তু দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলছেন: অন্যদের সাথে তো আদব করতেই হবে, এর পাশাপাশি নিজের সাথেও আদব করতে হবে। কেনইবা করতে হবে না, কারণ আমাদের এই শরীর, আমাদের এই প্রাণ, আমাদের সবকিছু আসলে আমাদের নয়, বরং আল্লাহ পাকের। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন খরিদ করে নিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের আলোকে বলেন: মু'মিনের উচিত মনে করা যে, আমি এবং আমার সম্পদ আল্লাহ পাকের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে, আমার কোনো জিনিসই আমার নয়।নিজের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি মুহূর্ত এবং

প্রতিটি সম্পদকে আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুযায়ী শুধু (অর্থাৎ ব্যবহার) করবে, নতুবা খেয়ানতকারী হবে। **(তাফসীরে নঈমী, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৭৮)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ **প্রিয় ইসলামী বোনেরা!** জানা গেল যে, আমাদের প্রাণ আসলে আমাদের নয়, আল্লাহ পাকের দেওয়া আমানত। তাই আমাদের উপর আবশ্যক যে, আমাদের এই আমানতে খেয়ানত না করা, বরং এই আমানতের আদব রক্ষা করা।

নিজের প্রতি বেয়াদবির উদাহরণ

✯ নিজেকে অপমানের মুখে ফেলা ✯ নিজের গুরুত্ব না দেয়া ✯ এমন কাজ করা যাতে লোকেরা ঠাট্টা করে ✯ এমন পোশাক পরা যা দেখে লোকেরা হাসে ✯ শরীরে উল্টো-পাল্টা ট্যাটু (Tattoo) করানো ✯ নিজের চেহারা বিকৃত করা -এগুলো সবই নিজের প্রতি বেয়াদবির উদাহরণ। হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নিজের আদবের মধ্যে একটি হলো, মানুষ সবসময় সত্য কথা বলবে (কারণ মিথ্যা বলা খারাপ, তাই মিথ্যা বলে নিজের জিহ্বাকে নোংড়া করা নিজের প্রতি বেয়াদবি)। তিনি আরও বলেন: মানুষের উচিত কম খাওয়া, যাতে শৌচাগারে বেশি যেতে না হয়।একইভাবে পর্দার স্থানগুলো দেখবে না, কারণ এতে নির্লজ্জতা রয়েছে। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৫)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটা আমাদের পবিত্র দ্বীন ইসলামের মহত্ত্ব যে, এতে আমাদের নিজেদের সত্তার আদবও শেখানো হয়েছে। আমাদের উচিত এই আদবগুলো গ্রহণ করা, অন্যদেরও আদব করা এবং পাশাপাশি নিজের সত্তারও আদব করা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন: যে নিজের

আদব করে না, সে অন্যদেরও আদব করতে পারে না। লোকেরা আমাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। যে লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির খেয়াল রাখে না, তাদেরকে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অলস মনে করা হয়।

তাই আমাদের উচিত নিজেদের গুরুত্ব দেয়া, এমন কোনো পোশাক বা আচরণ গ্রহণ না করা যা শরীয়ত বিরোধী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজেদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩): জীবনের বিভিন্ন আদব

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদবের তৃতীয় প্রকার হলো: মানুষের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার সময় তাদের আদবের খেয়াল রাখা।

এই স্থানে দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবনের বিভিন্ন আদব বর্ণনা করেছেন। আসুন! এর মধ্যে কয়েকটি শুনি:

উত্তম সঙ্গ খুবই জরুরি

মানুষের সাথে মেলামেশা এবং সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানুষ সবসময় নেক সঙ্গ অবলম্বন করবে, খারাপ সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসের অভ্যাস হলো, সে তার সঙ্গীদের থেকে আরাম পায়, যে ধরনের মানুষের সঙ্গে বসে, তাদেরই অভ্যাস গ্রহণ করে। একারণে মাশায়েখ (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম) সবার আগে বন্ধুত্বের হকের প্রতি মনোযোগ দেন এবং

মুরিদদেরও এরই উৎসাহ দেন। এমনকি মাশায়েখের কাছে বন্ধুত্বের আদব শেখা এবং এর উপর আমল করা ফরযের মর্যাদা রাখে।

(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)

হাদীস পাকে আছে: اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে, তাই তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা: ৫৬৬, হাদীস: ২৩৭৮)**

নিজের জন্য দোয়া কেন চান না...?

'কাশফুল মাহজুব'-এ হযরত দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক ব্যক্তি তাওয়াফের সময় শুধু এই দোয়া করছিল: اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ إِخْوَانِيْ হে আল্লাহ পাক! আমার বন্ধুদেরকে নেককার বানিয়ে দাও। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল: এই স্থানে তুমি নিজের জন্য দোয়া কেন করছ না? শুধু বন্ধুদের জন্যই কেন দোয়া করছ? সেই ব্যক্তি খুব চমৎকার উত্তর দিল, বলল: আমি তো ফিরে আমার বন্ধুদের কাছেই যাব। যদি তারা নেককার হয়, তবে আমিও নেককার হয়ে যাব, আর যদি তারা খারাপ হয়, তবে তাদের মন্দ স্বভাব আমার কাছেও পৌঁছাবে। তাই আমি আমার বন্ধুদের জন্য দোয়া করছি। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)**

মেহমানদারির আদব

জীবনের বিভিন্ন আদবের মধ্যে মেহমানদারির আদবও রয়েছে। দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানদারির আদবের মধ্যে একটি হলো, যখন কোনো মুসাফির আসে, তখন খুশি হওয়া। তার সম্মান করা, আদব ও সম্মানের সহিত তাকে স্বাগত জানানো। আল্লাহ পাকের নবী হযরত

ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত মেহমানদার ছিলেন। একবার কিছু ফেরেশতা মানুষের রূপে তাঁর কাছে এলেন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁদের চিনতে পারেননি, তবুও তাঁদের স্বাগত জানালেন, তাঁদের বসালেন, দ্রুত খাবার তৈরি করিয়ে মেহমানদের সামনে উপস্থাপন করলেন। আগত মেহমানরা তো ফেরেশতা ছিলেন এবং ফেরেশতারা খাওয়া দাওয়া করে না। যখন ফেরেশতারা খাবার খেলো না, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِیْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِیْذٍ ﴿۶۹﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৬৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আমার ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এলো। তারা বললো। ‘সালাম’। সে বললো, ‘সালাম’। অতঃপর অল্পক্ষণ বিলম্ব করেনি, একটা ভাজা করা গো-বৎস নিয়ে এলো।

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দেখুন! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام মেহমানদের কাছে এটাও জিজ্ঞাসা করেননি যে, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাচ্ছেন? আপনাদের নাম কী? বরং সঙ্গে সঙ্গেই মেহমানদারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫০৫)**

আমাদেরও উচিত, মেহমানদের সাথে এমন আচরণ করা। আমাদের প্রিয়জন ও আত্মীয় মেহমান হয়ে এলে তবে ভালভাবে তাদের মেহমানদারি করা।

www.dawateislami.net

খাওয়া-দাওয়ার আদব

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ খাবার ছাড়া চলতে পারে না, তবে খাবার গ্রহণের শর্ত হলো, খাওয়া-দাওয়ায় বাড়াবাড়ি না করা (অর্থাৎ খুব বেশি না খাওয়া), কারণ যে শুধু পেট ভরার চিন্তায় থাকে, তার গুরুত্ব ও দাম সেটাই, যা পেট থেকে বের হয়। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫১২)** হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল: আপনি ক্ষুধার্ত থাকার প্রতি এত জোর কেন দেন? তিনি উত্তর দিলেন: কারণ যদি ফেরাউন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে সে কখনো খোদা দাবি করত না। যদি কারুন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে সে ঔদ্ধত্য করত না। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫১৩)**

✯ খাওয়ার আদবের মধ্যে এটাও আছে যে, একা খাবে না, যা খাবে অন্যদেরও তাতে অংশীদার করবে। ✯ দস্তরখানায় চুপ করে বসে থাকবে না (বরং সুযোগ বুঝে ভালো ভালো কথা বলবে)। ✯ বিসমিল্লাহ পড়ে খাওয়া শুরু করবে। ✯ খাবার, পানি বা পাত্র ইত্যাদি রাখা ও তোলার সময় ভদ্রতার খেয়াল রাখবে, এমন আচরণ করবে না, যা লোকেরা অপছন্দ করে। ✯ প্রথম গ্রাস লবণাক্ত খাবার দিয়ে শুরু করবে। ✯ দস্তরখানায় বসা লোকদের প্রতি ঈসার করবে। ✯ ডান হাতে খাবে। ✯ অন্যদের গ্রাসের দিকে তাকাবে না। ✯ ছোট ছোট গ্রাস নেবে এবং খুব ভালো করে চিবিয়ে খাবে। ✯ খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবে না, কারণ এতে বদহজম হয় এবং এটা সুন্নাতেরও পরিপন্থী। ✯ খাওয়া শেষ করে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫১৪)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কত সুন্দর আদব শিখিয়েছেন। এখানে একটি বিষয়ে মনোযোগ

দিন! দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর কিতাব হলো: 'কাশফুল মাহজুব'। তিনি এই কিতাবটি তাসাওউফের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বর্ণনা করার জন্য, অন্তর থেকে উদাসীনতার পর্দা সরানোর জন্য, অন্তরকে নূরানী বানানোর জন্য এবং আল্লাহ পাকের মারিফাত অর্জন করার পদ্ধতি জানানোর জন্য লিখেছেন এবং সেই কিতাবেই তিনি এই জীবনের আদবগুলো বর্ণনা করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই আদবগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ! এগুলোর উপর আমল করার বরকতে অন্তর পবিত্র হয়, বাতিন উজ্জ্বল হয়, অন্তরে ঈমানের নূর প্রবেশ করে এবং আলো ছড়ায়।আমাদের উচিত এই আদবগুলোর গুরুত্ব বোঝা, আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারের আদব রক্ষা করা, নিজের সত্তার আদবেরও খেয়াল রাখা, মুসলমানদের আদব করা, বন্ধুদের আদব করা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদির আদবেরও খেয়াল রাখা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডান হাতে লেনদেনের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! ডান হাতে লেনদেন সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণী লক্ষ্য করুন: ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের প্রত্যেকে ডান হাতে খাবে এবং ডান হাতে পান করবে, ডান হাতে নেবে এবং ডান হাতে দেবে, কারণ শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে নেয়। **(ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২, হাদীস ৩২৬৬)** ★ ডান দিকে নেক ফাল রয়েছে, কারণ এটি জান্নাতীদের দিক। **(ফয়যুল ক্বদির, ৫/২৬৩, ৬৯৯৫নং হাদীসের পাদটীকা)** ★ ডান হাতে খাওয়া-দাওয়া করা সুন্নাত। **(আদাবে বা'আম, পৃষ্ঠা ১৩০)**

★ নেকি লেখার ফেরেশতা ডান দিকে থাকে, এ কারণে এই দিকটি উত্তম। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১৪/২৮৭)** ★ মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেওয়া এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করো, এই অভ্যাস এমন দৃঢ় হয়ে যাক যে, কাল কিয়ামতের দিন যখন আমালনামা প্রদান করা হবে, তখন এই অভ্যাসের কারণে ডান হাতই এগিয়ে যাবে, তাহলে তো কাজ হয়ে যাবে। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আ'যম, পৃষ্ঠা ৩৭৪)** ★ ইসলামে ডান অংশকে মুবারক মনে করা হয়, কারণ কিয়ামতে নেককারদের আমলনামাও এই হাতেই থাকবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৪/২৮৭)** হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সমস্ত কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। **(বুখারী, ১/৮১, হাদীস: ১৬৮)** ★ ডান হাতে খাবেন, বাম হাতে খাওয়া, পান করা, নেওয়া, দেওয়া শয়তানের পদ্ধতি। **(খাবারের ইসলামী পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৮)** ★ কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ ডান হাতে থাকবে, যখন গ্লাস বাম হাতে থাকবে এবং বাম হাতে গ্লাস অন্যদের দেবেন। কারো কাছ থেকে জগ এবং গ্লাস দুটোই নিতে হলে আমরা দুটো হাত দিয়ে একসাথে নিয়ে নিই, এটা ভুল পদ্ধতি। প্রথমে ডান হাত দিয়ে জগ নিন এবং তারপর জগকে বাম হাতে ধরুন যাতে ডান হাত খালি হয়ে যায় এবার ডান হাত দিয়ে গ্লাস নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাত

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** ও **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد